SEMESTER-4
PAPER:CC-10
MODULE-3

ছিন্নপত্র -পদ্মাতীরের পত্রকাব্য

রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ আশি বছরের আয়ুষ্কালে জমিদারির কর্যোপলক্ষে সুদীর্ঘকাল নদীবিধৌত পল্লীবাংলায় পরিভ্রমণ করেছিলেন। শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলে কিংবা ওড়িশার সমুদ্র উপকূলেও তার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই পর্বে তার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রের সংকলনটি সাহিত্যের আঙিনায় "ছিন্নপত্র" রূপে পরিচিত।

শৈশবের বদ্ধ জীবন রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবে এনে দিয়েছিল প্রকৃতির প্রতি এক গভীর টান। বাইরে থেকে প্রকৃতিকে দেখার এক অদম্য ইচ্ছা। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনাকালে দেখা রবীন্দ্রনাথের সেই পল্লী বাংলা মূলত নদীমাতৃক বাংলা। আর সেই নদী ছিল প্রধানত পদ্মা। বিশেষ করে বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি শিলাইদহ এবং ইসবসাহি পরগনার সদর কাছারি সাজাদপুর একান্তই ছিল পদ্মাতীরবর্তী। পদ্মার তীরে তীরে ভ্রমণ করে ,পদ্মাতীরে বোট লাগিয়ে বা পদ্মাবক্ষে জলভ্রমন করে এই সময় পদ্মার সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পদ্মার নির্জন চর, নদীর কলতান এবং নদীর তীরবর্তী প্রকৃতি ও মানুষের কলগানই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বৃহৎ জীবন-অধ্যায়ের পটভূমি নির্মাণ করেছিল। যথার্থই পদ্মা তীরের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে "ছিন্নপত্র" এর এই চিঠি গুলিতে। পদ্মার ঘাটে ঘাটে , তার অগাধ বিস্তৃত চরের নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ রহস্যময়ী সৌন্দর্যের মধ্যে। পদ্মা তীরবর্তী জনপদবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তায় যেন "ছিন্নপত্র"র অধিকাংশ চিঠি এক শ্যামল স্নিগ্ধতায় সিক্ত।

নদীর একপারে স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ চর আবার অন্য পারে ছায়াচ্ছন্ন জনপদ দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন। কখনো বা পদ্মার নির্জনতা কবির চোখে একে দিয়েছে এক স্বপ্নময় কল্পলোক। সেই নির্জনতার মধ্যে পদ্মার সৌন্দর্য সম্ভোগ করতে করতে এক গভীর দার্শনিকতায় মগ্ন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-

"..... নদী আর এই দিগন্ত বিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরনীর এই উপেক্ষিত প্রান্তভাগ - এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা!" (ছিন্নপত্র- ১০ সংখ্যক)

পদ্মার এই স্নিগ্ধ রূপ যেমন আছে, তেমনি আবার তার ভয়ঙ্কর রাক্ষসী মূর্তিও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি । পদ্মানদী যে এ সময় কবির চেতনায় নিগুঢ ভাবে মিশে গিয়েছিল তা আর বলার অবকাশ রাখে না। পদ্মাবিধৌত এই প্রকৃতি এবং পদ্মার সঙ্গে কবির ছিল জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক-

"আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।"(ছিন্নপত্র - ৬৭ সংখ্যক)

পদ্মাকে কবি যে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, সে কথাও ছিন্নপত্রের ৭৯ সংখ্যক পত্রে লিখিত ভাবেই তিনি তুলে ধরেছেন -

"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা-- আমার যথার্থ বাহন । .....আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকারের একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো....."

কেবল পদ্মাকেই যে মানব রূপে চৈতন্যময় দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তা নয় , বিপরীত পক্ষে মানুষকেও তিনি দেখেছেন নদীরূপে । "ছিন্নপত্র"তে শুধু নারীকেই নয় সমগ্র মানবজীবনকেই তিনি নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন-

"মানুষও নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে।"(ছিন্নপত্র- ৩৮ সংখ্যক)

কেবলমাত্র পদ্মার বৈচিত্রময়ী রূপ দর্শনই নয় ,এই পদ্মাই "ছিন্নপত্র"র যুগে কবি চিত্তে জন্ম দিয়েছে অজস্র কবিতার বীজ এবং অনেকগুলি গল্পের অঙ্কুর। "ছুটি "গল্পের ফটিক, "সমাপ্তি" গল্পের মৃন্ময়ী, "অতিথি" গল্পের তারাপদ এরা যেমন রয়েছে, তেমনি আবার রাইচরণ, পোস্টমাস্টার, গিরিবালা সকলেই উঠে এসেছে সেই পদ্মা তীরের মাটি থেকেই। প্রমথনাথ বিশী, তাই যথার্থই বলেছিলেন- "বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির দৃষ্টিতে পদ্মাকে আর কেউ দেখেনি।"

" ছিন্নপত্র " র যুগে পদ্মা ও তার তীরবর্তী অঞ্চল সমগ্র রবীন্দ্র মানষকে যেন অধিকার করেছিল। পদ্মার স্রোতধারা তার কলোধ্বনি, তার দিগন্তে সন্ধ্যা ও প্রভাত ,সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় ,তার বর্ষার রূপ ,শীতের শান্ত মূর্তি, দ্বিপ্রহর ,জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি, পদ্মাচড়ের নির্জনতা, পদ্মা তীরের কোলাহল- এই সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের আত্মার গভীরে যেন আলোড়ন জাগিয়েছে। আর এই সব কিছুই আন্তরিক ভাষায় ফুটে উঠেছে "ছিন্নপত্র"র নানা পত্রাবলীতে। এই ছিন্নপত্রে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই ছিন্নপত্রকে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন- "পদ্মাতীরের পত্রকাব্য।"

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে" ছিন্নপত্র"র চিঠিগুলি কেবলমাত্র পদ্মার তীর থেকেই লেখা হয়নি। কলকাতা থেকেও যেমন ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন ,তেমনি লিখেছেন কটক থেকেও ।এছাড়া দার্জিলিং যাত্রার কৌতুকর চিত্র ; বোলপুরের প্রলংকর ঝড়ের সংবাদ সবই ছিন্নপত্রের জায়গা করে নিয়েছে। এখানে নদী হিসেবে যেমন পদ্মার কথা আছে তেমনি আছে নাগর নদী ,গড়াই নদী ,ইছামতী, আত্রেই ,বড়াল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের আরো অনেক নদীর কথাই। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে "ছিন্নপত্র "র মূল প্রেরণাদাত্রী নদী অবশ্যই পদ্মা। পদ্মা এই পর্বের কেন্দ্রীয় শক্তি, রবীন্দ্রমানস পর্বের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিনী নায়িকা। বাস্তবিকই পদ্মাকে কবি ভালোবেসে বলেছেন" হে পদ্মা আমার/ তোমায় আমায় দেখা শত শত বার"।

পরিশেষে বলা যায় সমগ্র "ছিন্নপত্র" বা "ছিন্নপত্রাবলী"র অধিকাংশ পত্রই পদ্মাতীরে বসে লেখা কিংবা পদ্মার তীরবর্তী জনপদ তাতে ভিড় করে রয়েছে। তাই এটিকে প্রকৃতই "পদ্মাতীরের পত্রকাব্য" বলাই সমীচীন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১/ রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ - হরপ্রসাদ মিত্র।
২/ রবীন্দ্রনন্দন তত্ত্ব -বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়।
৩/ রবীন্দ্রচর্যা - দেবীপদ ভট্টাচার্য।
৪/আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ -আবু সয়ীদ আইয়ুব